Contents

বায়‘এ মুআজ্জাল

(বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

বায়‘এ মুআজ্জাল

(বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ)

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
বায়‘এ মুআজ্জাল	০৫
হীলা-বাহানা করা পাপ	০৮
যুক্তি সমূহ	১০
বায়‘এ মুআজ্জাল বিষয়ে ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা	১৫
তাবেঈগণের ব্যাখ্যা	১৬
মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা	১৭
বিস্ময়কর তথ্য	২১
কর্যে হাসানাহ	২১
কিস্তিতে বিক্রয়ের বিধান	২২
মুরাবাহা	২৪
ব্যবসায়ে সূদকে হালাল করার কৌশলের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্‌র যুগান্তকারী ফৎওয়া	২৬
মুরাবাহা সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর ফৎওয়া	২৭
মুরাবাহা সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-এর ফৎওয়া	২৮
মুরাবাহা সম্পর্কে আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক -এর ফৎওয়া	২৯
সূদ থেকে বিরত হৌন!	৩১
ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য	৩৩
সূদ কি বস্তু?	৩৪
সূদের পরিণতি	৩৫
সূদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি	৩৮
আমাদের প্রস্তাব	৪০

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অনুসঙ্গ হ’ল, বায়‘এ মুআজ্জাল। অর্থাৎ বাকী বিক্রিতে অধিক লাভ। এটি বেনামীতে সূদের ব্যবসা। যদিও সূদ কখনো ব্যবসা নয় বরং শোষণের নাম। জোঁকের রক্ত শোষণ যেভাবে ব্যক্তি বুঝতে পারে না, এই ব্যবসার শোষণ তেমনি হয় নগদে অথবা কিস্তিতে অতি নিপুণভাবে ক্রেতাদের খুশী রেখে। পরিণামে ক্রেতাকে স্থায়ীভাবে রক্তশূন্য করা হয়। অথচ বিক্রেতার কোন ঝুঁকি থাকে না।

সূদী কারবারীরা প্রতি বকেয়া কিস্তিতে নগদের সাথে যোগ করে সেটাকে পুনরায় নগদ বানায় ও তার উপরে সূদ যোগ করে। যাকে বলে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ। যেমন ১০০ টাকায় ১০ টাকা সূদ দিতে না পারলে ১১০ টাকাই নগদে পরিণত হবে এবং তার সাথে পুনরায় ১০ টাকা হারে সূদ যোগ হবে। কিন্তু বায়‘এ মুআজ্জালে কেবল লাভই যোগ হয়। এটি চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের চেয়ে কিছুটা সহজ। সেজন্যই অনেকে একে সূদ বলতে চান না। অথচ প্রত্যেক ঋণ, যা লাভ বয়ে আনে সেটাই হ’ল সূদ। সেটা চক্রবৃদ্ধি হারে হৌক বা না হৌক। বিভিন্ন ব্যাংক-এনজিও, সমিতি এই ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছে। মুমিন নর-নারীকে এসব থেকে সতর্ক করার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

উক্ত বিষয়ে **মাসিক আত-তাহরীক**-এর মার্চ ২০১৭ *(২০তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা)*-এর ‘দরসে হাদীছ’ কলামে উক্ত শিরোনামে মাননীয় লেখকের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা সম্মানিত লেখকের মাধ্যমে তা পরিমার্জিত করে বই আকারে প্রকাশ করলাম। যা বিষয়বস্তুটিকে আরও পরিণত করেছে। খোলা মনে পাঠ করলে এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতে অনেকে উক্ত সূদী কারবার থেকে মুক্তি পাবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তাঁর পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন- আমীন!

বিনীত

-প্রকাশক

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

বায়‘এ মুআজ্জাল

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যবসায়ের মধ্যে দুই বিক্রয় নিষেধ করেছেন’।[১] অর্থাৎ নগদে একদাম ও বাকীতে অধিক দামে বিক্রি। এক কথায় বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ।

ইমাম তিরমিযী বলেন, ‘এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন আমর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ থেকে হাদীছ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটি ‘হাসান ছহীহ’। এর উপরে বিদ্বানগণের আমল রয়েছে। কোন কোন বিদ্বান ব্যাখ্যা করেছেন, ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ’ অর্থ যেমন কেউ বলল, আমি তোমার নিকট কাপড়টি বিক্রি করলাম নগদে ১০ টাকায় এবং বাকীতে ২০ টাকায়। অতঃপর তারা যদি কোন একটির উপর সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথক হয়, তাহ’লে তাতে কোন দোষ নেই’।

এখানে ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্রশ্ন রয়েছে। কেননা যেকোন একটির উপরে নয়, বরং কম মূল্যটির উপর সিদ্ধান্ত হ’তে হবে, বাকীতে বেশী মূল্যের উপর নয়। কেননা সেটি সূদ হবে। যা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছ *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১)* দ্বারা প্রমাণিত। যা একটু পরেই আসবে।

---

১. তিরমিযী হা/১২৩১; মুওয়াত্ত্বা হা/২৪৪৪; নাসাঈ হা/৪৬৩২; আহমাদ হা/৯৫৮২; মিশকাত হা/২৮৬৮, হাদীছ ছহীহ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়-১১ ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা’ অনুচ্ছেদ-৫।

Contents

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আত্বা আল-বাগদাদী (মৃ. ২০৪ হি./৮২০ খৃ.) বলেন, ‘এটি তোমার জন্য নগদে দশ ও বাকীতে বিশ’। ইমাম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি.) বলেন, ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা সমূহের অন্যতম হ’ল, এক বিক্রিতে দুই শর্ত। সেটি এই যে, কোন ব্যক্তি একটি মাল কিনবে দুই মাসের বাকীতে দুই দীনারে এবং তিন মাসের বাকীতে তিন দীনারে। আর এটা হ’ল এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি’।[২]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যান্যগণ বলেন, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে, আমি তোমার নিকট এই কাপড়টি বিক্রয় করলাম নগদে ১০০ টাকায় এবং বাকীতে ১২০ টাকায়। এতে যদি ক্রেতা বলে ‘আমি কবুল করলাম’। অতঃপর ঐ অবস্থায় স্থান ত্যাগ করে ও পৃথক হয়ে যায়। অথচ নগদ না বাকী সেটা নির্দিষ্ট না করে, তাহ’লে এই অজ্ঞতার কারণে ব্যবসাটি বাতিল হবে। কিন্তু যদি দু’টি মূল্যের কোন একটিতে মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন ক্রেতা বলল, আমি অধিক মূল্যে বাকীতে মাল খরীদ করতে রাযী হ’লাম, তাহ’লে উক্ত ব্যবসা সিদ্ধ হবে। কারণ এখানে অজ্ঞতা থাকবে না।

মিশকাতের বাংলা অনুবাদক নূর মুহাম্মাদ আ’জমী উক্ত হাদীছের *(হা/২৭৪৪ (৩৫)* ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ নগদ দামে পাঁচ টাকা মূল্য, আর বাকী নিলে ছয় টাকা, একদিক নির্ধারিত না করিয়া ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ *(পৃ. ৬/৫৮)*।

জবাব : উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উক্ত হাদীছে অজ্ঞতা বা মূল্য নির্ধারিত না করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার কিছু নেই। বরং এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ‘যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু’টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে’।[৩]

---

২. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ওরফে ইমাম ইবনু কুতায়বা বাগদাদী দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি./৮২৮-৮৮৯ খৃ.), গারীবুল হাদীছ (বাগদাদ : আনী প্রেস, ১ম সংস্করণ ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খৃ.) ১/১৯৮; ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর ব্যাখ্যা ৫/৪২০ পৃ.।

৩. আবুদাঊদ হা/৩৪৬১; হাকেম হা/২২৯২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬২৯; ছহীহাহ হা/২৩২৬; শিরোনাম : ‘অধিক মূল্যে বাকীতে বিক্রি’।

Contents

এখানে ক্রেতাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে দু’টির যেকোন একটি গ্রহণ করার। হয় সে নগদে কম মূল্যে খরীদ করবে, যা সিদ্ধ। নয় বাকীতে বেশী মূল্যে খরীদ করবে, যা সূদ এবং যা নিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। এর মধ্যে অজ্ঞতার কিছু নেই।

বস্তুতঃ মূল্য স্থির করায় অজ্ঞতা থাক বা না থাক এবং এক সাথে হৌক বা কিস্তিতে হৌক বাকীতে বেশী মূল্য নিলেই সেটা সূদ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرِّبَا فِى النَّسِيئَةِ ‘সূদ হয় বাকীতে’।[৪]

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যবসায়ে নগদে এক বিক্রি ও বাকীতে আরেক বিক্রি নিষেধ করেছেন’ মর্মে হাদীছের *(আহমাদ হা/৩৭৮৩)* রাবী সিমাক বিন হারব, যিনি একজন বিখ্যাত তাবেঈ এবং যিনি ৮০ জন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, বিরোধের কারণে তাঁর ব্যাখ্যাই এখানে গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেন, এর অর্থ হ’ল, الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا– ‘বিক্রেতা বলবে, বস্তুটি বাকীতে অত টাকায় এবং নগদে এত টাকায়’।[৫] এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যার পরেও যদি কেউ অস্পষ্টতার দোহাই দেন, তবে সেটা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় একসঙ্গে করা হালাল নয়। এক ব্যবসায়ে দুই শর্ত জায়েয নয়। যাতে লোকসানের ঝুঁকি নেওয়ার দায়িত্ব নেই, তাতে লাভ দাবী করার অধিকার নেই এবং যে বস্তু তোমার হাতে নেই, তা বিক্রি করা হালাল নয়’।[৬] অর্থাৎ ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান দু’টিরই ঝুঁকি আছে। কিন্তু সূদে লোকসানের ঝুঁকি নেই। প্রচলিত বায়‘এ মুআজ্জালে উক্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলির অধিকাংশ রয়েছে। বড় কথা এতে লোকসানের কোন ঝুঁকি নেই।

---

৪. বুখারী হা/২১৭৯; মুসলিম হা/১৫৯৬; মিশকাত হা/২৮২৪ ‘সূদ’ অনুচ্ছেদ।
৫. আহমাদ হা/৩৭৮৩, ১/৩৯৮ ‘ছহীহ লেগায়রিহী’ আরনাঊত্ব; ইরওয়া হা/১৩০৭-এর আলোচনা ৫/১৪৯; ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর আলোচনা ৫/৪২০-২১ পৃ.।
৬. তিরমিযী হা/১২৩৪; আবুদাঊদ হা/৩৫০৪; নাসাঈ হা/৪৬১১; আহমাদ হা/৬৬৭১; ইবনু মাজাহ হা/২১৮৮; মিশকাত হা/২৮৭০ ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

হীলা-বাহানা করা পাপ :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُوْد فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ ‘তোমরা ঐরূপ পাপ করোনা যেরূপ পাপ করেছিল ইহূদীরা। তোমরা ন্যূনতম কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে হালাল করো না’।[৭]

উক্ত হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন কৌশলে হারামকে হালাল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সব জাতির মধ্যেই কমবেশী এটা আছে। কিন্তু এখানে ইহূদীদের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ’ল এই যে, ধোঁকা ও প্রতারণায় বাড়াবাড়ি করার কারণে ইহূদী জাতি দৃষ্টান্তমূলকভাবে আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হয়েছে এবং তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয়েছে।[৮]

আল্লাহ্‌র হুকুমে নবী দাঊদ (আঃ) তাদেরকে তাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন শনিবারে সাগরে মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন এবং ঐ দিন তাদেরকে ইবাদতে রত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা নিলেন এবং ছুটির দিন অধিকহারে কিনারায় মাছের আগমন ঘটতে লাগল। এতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তারা কৌশল করল যে, তারা শনিবার দিনের বেলায় নদীর নালাতে মাছ প্রবেশ করিয়ে সন্ধ্যায় নালার মুখ বন্ধ করে দিত এবং পরদিন রবিবার সকালে মাছ ধরত। তাদের এই হারামকে হালাল করার অপকৌশল দেখে ঈমানদারগণ তাদের নিষেধ করেন। কিন্তু তারা তা অমান্য করলে গ্রামের মাঝখানে দেওয়াল খাড়া করে তারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে যান। এরপর একদিন তাদের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঈমানদারগণ উপর থেকে তাকিয়ে দেখেন যে, তারা সব আল্লাহ্‌র গযবে বানরে পরিণত হয়েছে। অতঃপর তিনদিনের মধ্যে তারা মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্বাতাদাহ বলেন, যুবকগুলি বানরে ও বৃদ্ধগুলি শূকরে পরিণত হয়।[৯]

---

৭. ইবনু বাত্ত্বাহ (মৃ. ৩৮৭ হি.), ইবত্বালুল হিয়াল (তাহকীক : যুহায়ের শাভীশ, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, তাবি) ৪৭ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম, সনদ ‘হাসান’; আলবানী প্রথমে ‘হাসান’ পরে যঈফ (তারাজু‘আত হা/১১৪)।

৮. বাক্বারাহ ২/৬১; আলে ইমরান ৩/১১২; ফাতেহা ৭; তিরমিযী হা/২৯৫৪।

৯. কুরতুবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৫ আয়াত।

Contents

সেই থেকে এই জাতি أَصْحَابُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ ‘বানর ও শূকরের জাতি’ বলে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে যায়।

আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করার অপকৌশল করার জন্যই তাদের এই চরম পরিণতি হয়েছিল। আজও কোন জাতি তাদের অনুকরণ করলে আল্লাহ একই শাস্তি বা তার চাইতে কঠিন কোন শাস্তি দুনিয়াতে প্রেরণ করতে পারেন। যাকে রুখবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এইডস, ক্যান্সার, ইবোলা, জিকা ভাইরাস ইত্যাদি নিত্য নতুন মরণ ব্যাধির ভাইরাস বা আবহাওয়া পরিবর্তনের গযব কি এ যুগের মানুষের জন্য কঠিনতম দুনিয়াবী শাস্তি নয়? আখেরাতে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি তো আছেই।

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। কিন্তু মক্কার নেতারা ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য না বুঝে বলেছিল, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ‘ব্যবসা তো সূদেরই মতো’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। কেননা মালের বিনিময়ে টাকা পেলে যদি ব্যবসা হয়, তবে টাকার বিনিময়ে টাকা পেলে সেটা সূদ হবে কেন? দু’টি তো সমানই। অথচ মাল বেচা-কেনায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়। নিত্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয়। সমাজের সর্বত্র সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে টাকার বিনিময়ে কেবল টাকা আসে। যা খাওয়া যায় না বা ব্যবহার করা যায় না। কারণ টাকা কোন সম্পদ নয়। বরং সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের একটা মাধ্যম মাত্র। যার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। এই মৌলিক পার্থক্য না বুঝে শয়তানী কুমন্ত্রণায় পড়ে আমরা ব্যবসায়ের নামে অনেক ক্ষেত্রে সূদী কারবার করে চলেছি। যার অন্যতম হ’ল বায়‘এ মুআজ্জাল (الْبَيْعُ الْمُؤَجَّلُ)। যার অর্থ বাকীতে অধিক মূল্য আদায়ের ব্যবসা। অর্থাৎ একটা বস্তু নগদে কিনলে কম দাম এবং বাকীতে কিনলে বেশী দাম। চাই সেটা কিস্তিতে হৌক বা নগদে হৌক। এটা তো পরিষ্কার সূদ। কেউ নগদে ১০০ টাকা ঋণ নিলে এবং পরবর্তীতে কিস্তিতে বা একসাথে ঋণ পরিশোধের সময় টাকা বেশী দিলে সেটা সূদ হয়। এতে কোন মতভেদ নেই। তাহ’লে মাল বিক্রির সময় নগদে একদাম ও বাকীতে বেশী দাম নিলে সেটা সূদ হবে না কেন? অথচ ব্যবসার নামে এটাই এখন চলছে সর্বত্র।